বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সংকটঃ নাগরিক ভাবনা

ড. বদরুল ইমাম

অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের বর্তমান সংকটটি মূলত জ্বালানী সংকট। এদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যথেষ্ট সক্ষমতা তৈরী করা হয়েছে,কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট জ্বালানীর অভাব থাকায় প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় না। ফলে লোড শেডিং এর কবলে পড়ে জনগনের দুভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ সংকটের অপর প্রধান উপাদান জ্বালানীর মূল্য বৃদ্ধি। প্রথমত দেশীয় গ্যাসের স্বল্পতা হেতু আমদানীকৃত LNG এর উপর আংশিক নির্ভরশীল হবার ফলে গ্যাসর দাম নির্ধারনে LNG ও দেশীয় গ্যাসের সংমিশ্রন বিবেচনায় আনা হয় ও তাতে ইতিপূর্বেই মূল্য বৃদ্ধি ঘটে । বিশ্ব বাজারে রাশিয়া-উক্রেইন যুদ্ধের ফলে তেলের মুল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে দেশেও তেল মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। এর প্রভাবে জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথা পরিবহন ভাড়া, খাদ্যদ্রব্য, সার, ব্যবহার্য পণ্য দ্রব্য ইত্যাদির ব্যয় বৃদ্ধির দুর্ভোগ নেমে আসে।

এমতাবস্থায় দেশের নিজস্ব জ্বালানীর অনুসন্ধান ও উত্তোলন না করা ও বিদেশী জ্বালানীর উপর ক্রমাগতভাবে নির্ভরশীলতা বাড়ানোকে সমস্যার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

বর্তমান সংকট দু মাসের মধ্যে কেটে উঠবে বলে সরকার আশস্ত করছেন। এ সংকট এবারের জন্য কাটিয়ে উঠতে পারলেও ভবিষ্যতে জ্বালানী ব্যবস্থাপনা নিয়ে সংশয় ও আশংকা রয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববাজারে LNG জ্বালানীর মূল্য বৃদ্ধি সহসা থেমে যাবে না বলে প্রতিয়মান হয়, বরং ইউরোপিয়ান দেশ সমূহ রাশিয়ার গ্যাস না পাবার ফলে LNG বাজারে নামছে ও ফলে LNG মূল্য বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। দীর্ঘমেয়াদে LNG উপর অধিকতর নির্ভরশীলতা বাংলাদেশকে আর্থিক সংকটে ফেলবে ।

এ সংকট সমাধানের উপায় হিসাবে দেশীয় গ্যাস মূখ্য ভূমিকা রাখতে পারে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গ্যাস সম্পদ মূল্যায়ন সংস্থাসমূহ একমত পোষণ করেন যে বাংলাদেশে এখনও অনাবিষ্কৃত গ্যাস পর্যাপ্ত পরিমানে পাওয়া যাবে।

এই আলোচনাটিকে ২টি প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে উপস্থাপন করতে চাই্

প্রথমত দেশের জ্বালানী নীতি ও কার্যক্রম সঠিক, বস্তুনিষ্ট ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা বাঞ্চনীয়। তা না হলে লক্ষ্য অর্জনে পথ ভ্রষ্ট হতে পারে।

প্রশ্ন ১ ঃ দেশের জ্বালানী কার্যক্রম কি সঠিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছে?

দ্বিতীয়ত দেশের জ্বালানী কার্যক্রম আত্মনির্ভরতার আদর্শে পরিচালিত হওয়া বাঞ্চনীয়? আমরা জানি যে বংঙ্গবন্ধু তার তার শাসনামলে জাতিকে জ্বালানি কার্যক্রমে আত্মনির্ভরশীল হবার আদর্শে কার্যকর ভাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন বিদেশী কোম্পানীর গ্যাসক্ষেত্রসমূহ নিজে পরিচালার জন্য কিনে নেবার মাধ্যমে।

প্রশ্ন ২ঃ আমাদের জ্বালানী কার্যক্রম কি সে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে?

ELECTRICITY GENERATION CAPACITY BY FUEL TYPES

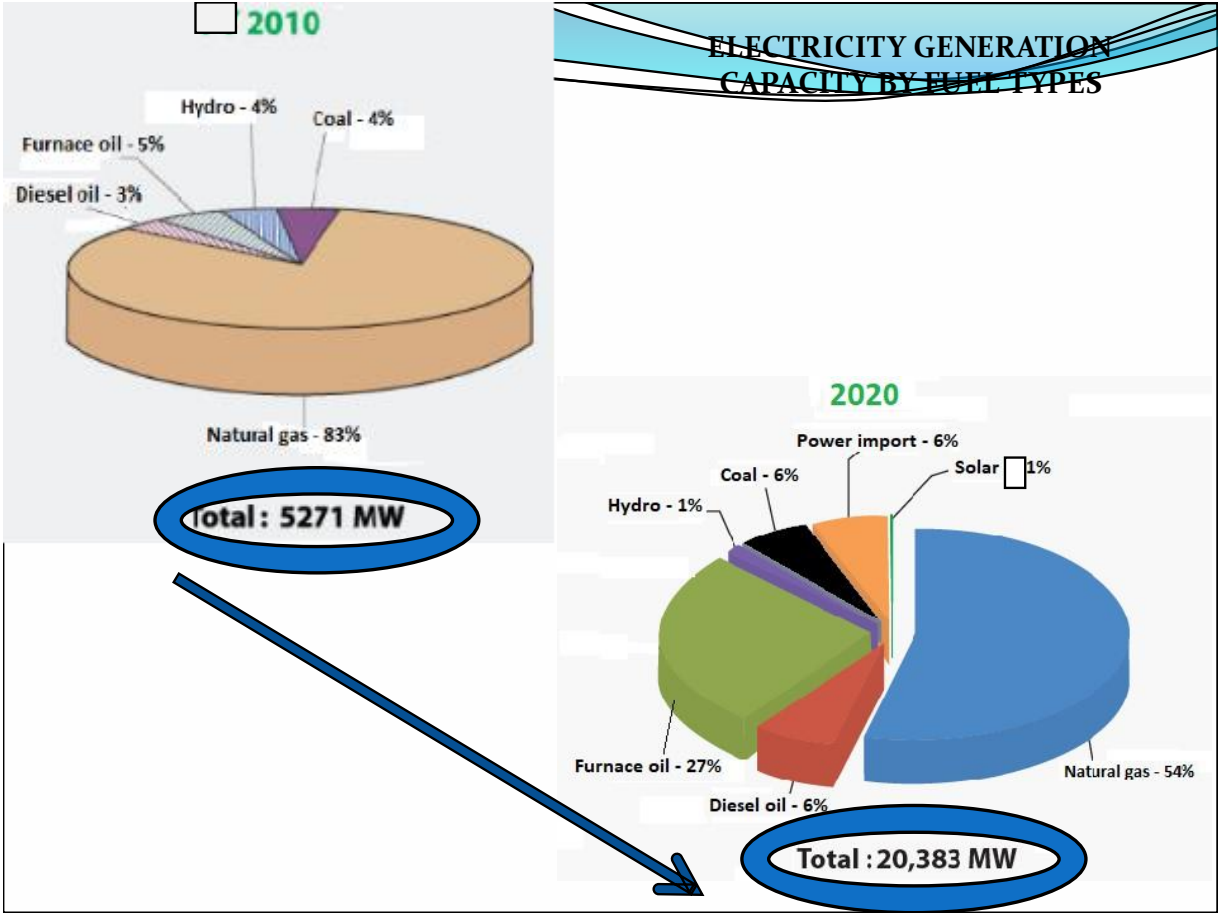

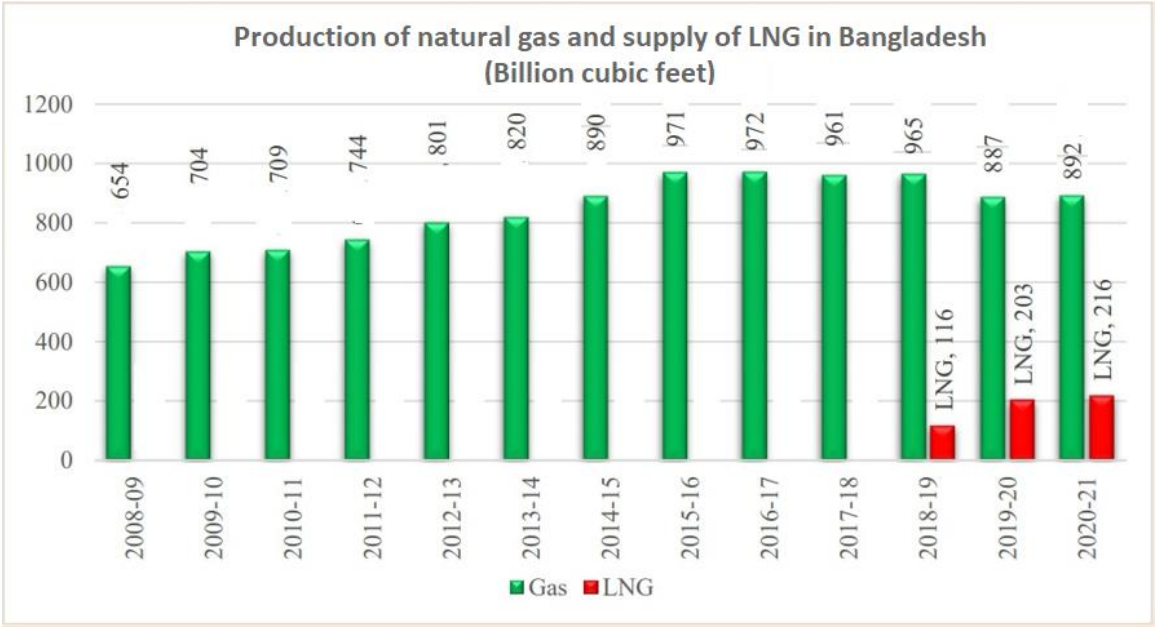
Production of natural gas and supply of LNG in Bangladesh
(Billion cubic feet)
1200
1000
800
600
400
200
0
654
704
709
744
801
820
890
971
972
961
965
887
892
LNG, 116
LNG, 203
LNG, 216
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
Gas
LNG

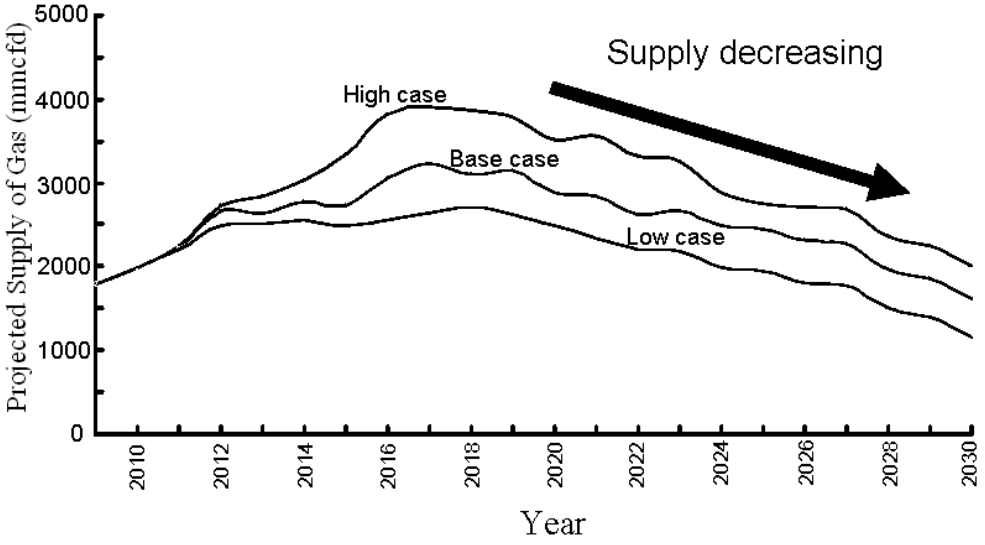

Figure 3.31 Projected gas supply in Bangladesh in near to medium term future – a rise and then fall (Source: JICA 2012)

- বাংলাদেশে ১৯৭০ এর দশক থেকে ক্রমাগতভাবে বাৎসরিক গ্যাস উৎপাদন হার বেড়েছে।

- বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পরও উৎপাদন বৃদ্ধির হার অব্যাহত ছিল এবং ২০১৬ সালে তা সর্বোচ্চ ৯৭৩ বিলিয়ন ঘনফুটে পৌছে।
- কিন্তু ২০১৭ থেকে বাৎসরিক গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ কমতে থাকে।

- গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য ২০১৮ সাল থেকে দেশে LNG আমদানী শুরু হয়। পরবর্তীতে বিশ্ববাজারে LNG মূল্য বৃদ্ধি এবং তারপর রাশিয়া- উক্রেইন যুদ্ধ LNG স্পটে মূল্য আকাশ চুম্বী হয়ে পড়ে।

- বর্তমানে LNG স্পটে ইউনিট প্রতি ৩০ ডলারের উপরে থাকায় LNG আমদানী করতে আর্থিক চাপে পড়ে। এর ফলে সাময়িকভাবে স্পট মার্কেট থেকে বাংলাদেশ LNG ক্রয় করা বন্ধ করে।

- পেট্রোবাংলা হিসাব মতে LNG আমদানী করতে প্রতি বছর ৪৪০০০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয় এবং তা কেবল মোট গ্যাস সরবরাহের ২০% মেটায় । বাকী ৮০% সরবরাহকৃত গ্যাস আসে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন থেকে যার জন্য খরচ হয় ২০০০০ কোটি টাকার কম।

- ভবিষ্যতে দেশীয় উৎস থেকে গ্যাস উৎপাদন কমে গেলে LNG এর উপর নির্ভরতা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

- বর্তমানে দেশে প্রতিদিন প্রায় ২৩৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয় এবং প্রতিদিন ৬০০ থেকে ৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস LNG আমদানীর মাধ্যমে আনা হয়। প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাৎ দেশের গ্যাস উৎপাদন প্রতিদিন ১৫০০ মিলিয়নে নেমে যেতে পাওে এবং তখন LNG আমদানীর মাধ্যমে গ্যাস ক্রয় বেড়ে ৩০০০ মিলিয়ন ঘনফুটে পৌছবে বলে প্রাক্কলন করা হয়।

- এ সময় এই বর্ধিত পরিমান LNG আমদানী দেশের অর্থনীতির উপর বড় আকারের চাপ সৃষ্টি করবে।
- এমতাবস্থায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবিলায় দ্বিমূখী তথা স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানী ব্যবস্থাপনা গ্রহন করা আবশ্যক।

স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থাপনায় ১) দেশের আবিষ্কৃত অথচ কিন্তু উৎপাদন স্থগিত রাখা গ্যাস (যেমন ছাতক গ্যাসখেত্র) মজুদসমূহকে উৎপাদনে নিয়ে আসা, ২)অবিষ্কৃত কিন্তু উৎপাদনে আনা হয়নি (ভোলা নর্থ, জাকিগনজ ইত্যাদি) তা উৎপাদনের আওতায় নিয়ে আসা, ৩)দেশের পুরোনো পরিত্যক্ত কূপসমূহকে ওয়ার্ক ওভার কার্যক্রমের মাধ্যমে পুনর্মূল্যায়ন করে যেখানে সম্ভব তা থেকে গ্যাস উৎপাদন শুরূ করা, ৪)দেশের চলমান গ্যাসক্ষেত্রের কূপ প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কূপসমূহের কারিগরী কাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংযোজন, পরিবর্তন করা এবং এর জন্য ইতিপূর্বে নিয়োগকৃত কারিগরী পরামর্শক এর সুপারিশসমূহ কার্যকর করা।

- দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনায় মূল ভূখন্ডে ও সাগরবক্ষকে ব্যাপক গ্যাস অনুসন্ধানের আওতায় নিয়ে আসা।

- এটি দুঃখজনক যে বাংলাদেশ অতি গ্যাস সম্ভাবনাময় হওয়া সত্বেও এখানে অনুসন্ধান কূপের সংখ্যা বিশ্বের অন্যান্য গ্যাস ধারক বেসিনসমূহ থেকে অনেক অনেক কম। পাশ্ববর্তী ভারতের একটি ছোট রাজ্য ত্রিপুরা (১০,০০০ বর্গকিমি) এপর্যন্ত অনুসন্ধান কূপ খনন করেছে ১৭০টি, অথচ বাংলাদেশে (১৪৭,০০০ বর্গকিমি) অনুসন্ধান কূপের সংখ্যা মাত্র ৯৮টি।

- সমূদ্রবক্ষে অনুসন্ধান কাজের ধারা আরো হতাশাব্যঞ্জক। ২০১২ সালে বাংলাদেশী মিয়ানমার সমূদ্রসীমানা বিরোধ নিস্পত্তি হবার পর থেকে আজ অবধি মিয়ানমারের সমূদ্রবক্ষে অনেক সংখ্যক গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার হলেও বাংলাদেশে তা হয়নি (পরবর্তী স্লাইডে ম্যাপ লক্ষ্য করুন)।

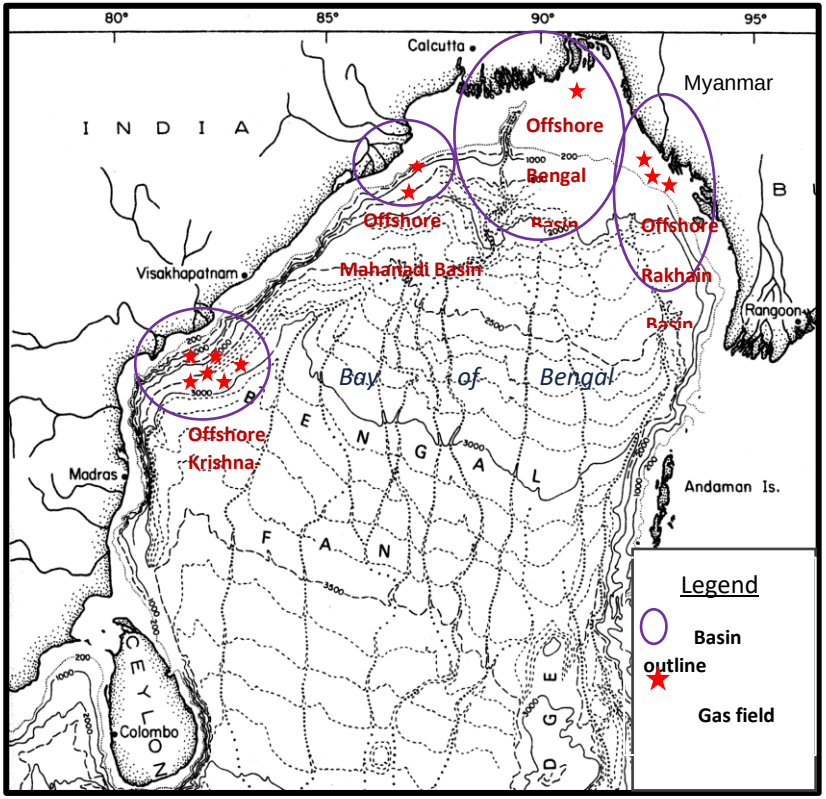
80°
85°
90°
95°
Calcutta
Myanmar
INDIA
Offshore
Bengal
Basin
Offshore
Mahanadi Basin
Visakhapatnam
Offshore
Rakhain
Basin
Rangoon
Bay of Bengal
Offshore
Krishna
Madras
Andaman Is.
Colombo
Legend
Basin outline
Gas field

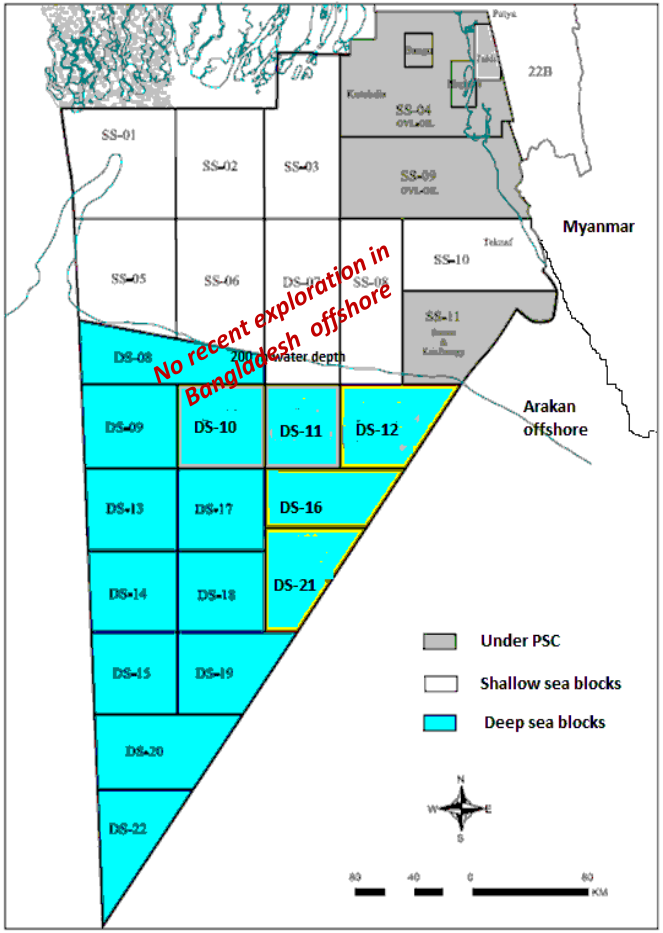

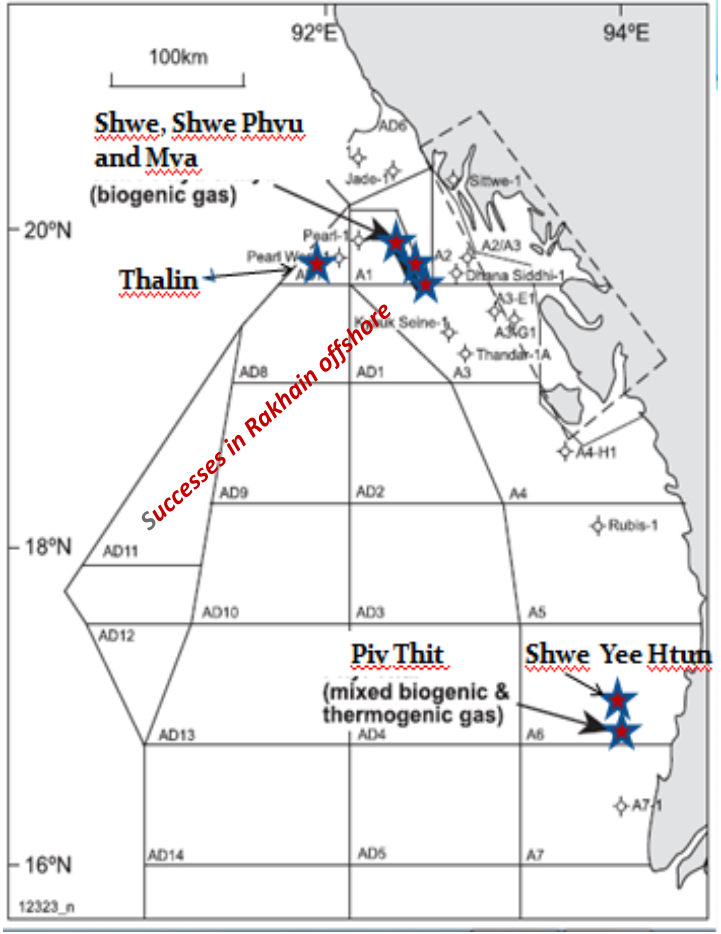

No recent exploration in Bangladesh offshore
Myanmar
Arakan offshore
200 water depth
SS-01
SS-02
SS-03
SS-04
SS-05
SS-06
SS-09
SS-10
SS-11
22B
DS-08
DS-09
DS-10
DS-11
DS-12
DS-13
DS-14
DS-15
DS-16
DS-17
DS-18
DS-19
DS-20
DS-21
DS-22
Under PSC
Shallow sea blocks
Deep sea blocks

92°E
94°E
100km
20°N
18°N
16°N
Shwe, Shwe Phyu and Mya
(biogenic gas)
Thalin
Successes in Rakhain offshore
Pyi Thit
(mixed biogenic & thermogenic gas)
Shwe Yee Htun
Pearl-1
Jade-1
Sittwe-1
A2/A3
Dhana Siddhi-1
Thandar-1A
A4-H1
Rubis-1
A7-1
AD6
AD8
AD1
AD9
AD2
AD11
AD10
AD3
AD12
AD13
AD4
AD14
AD5
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
12323_n

The Seapex Exploration Conference
SEC2019
For the Industry : By the Industry

SEAPEX Exploration Conference
Fairmont Hotel, Singapore
2nd – 5th April 2019

ORAL PRESENTATION

The Hydrocarbon Potential of the Channel Sands and Basin Floor Fans of Block SS-11, Hatia Trough, Offshore Bengal Basin

Edwin Bowles[1], John Jacques[2], Katherine Kho[1], Michael Whibley[1], Romain Courel[3]

[1]KrisEnergy, Singapore

[2]JMJ Petroleum, UK

[3]Ophir Energy, UK

edwin.bowles@krisenergy.com

Block SS-11 provides an exciting opportunity to test multiple plays in the southern part of the Hatia Trough, offshore Bengal Basin. SS-11 is located 60km northwest of the multi-TCF Shwe gas discovery and occupies this same play fairway trend. With genetically similar play types and drillable structures, these two areas occur in the Bengal and Rakhine Basins respectively, with the international boundary of Bangladesh and Myanmar separating the two. This is purely down to political affinity and does not reflect any significant change in geological setting.

As exemplified by the Shwe discovery, of particular interest are the basin floor fans and sand filled channels that are prevalent throughout Block SS-11, illustrated through 3,146 km of 2D seismic acquired in 2015. Through the mapping of this data, several prospects and leads have been identified across the Block, occurring at different stratigraphic intervals. One of these, the Sheemanto Prospect, is of specific significance as it provides the opportunity to test several targets in a number of different

যখন নীতি নির্ধারণী মহলের কোন উচ্চ পর্যয়ের কর্তাব্যক্তি জনসমক্ষে কথা বলে, আমি তখন একনিষ্ট মনে শুনে ও বুঝে নেবার চেষ্টা করি। কখনও বুঝি, কখনও বা বুঝি না।

- ওহ, অবশিষ্ট গ্যাস সম্ভাবনা? ভূতত্ত্ববিদ? কেউ বলেন আছে, কেউ বলেন নাই।

- *তার মানে কি যাবার পথে দেখা হলে আপনি এ মত বিনিময়টা করেছেন?*

- *তার চেয়ে কি এটি উত্তম না যে আপনি বাংলাদেশের অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্ভাবনা নিয়ে* **scientific/industrial agency দের assessment report** গুলো পড়েন??

UNDISCOVERED (YET TO FIND) GAS RESOURCE ASSESSMENTS

1) United States Geological Survey (USGS)-Petrobangla Joint assessment 2000

50% Probability – 32.5 Tcf

95% Probability – 8.5 Tcf (must have umbrella/exploration)

(Did not include the gas probability in deep sea)

2)Norwegian Petroleum Directorate (NPD)- Joint assessment 2001.

50% probability – 42 Tcf,

90% probability – 18.5 Tcf

3) Gustavson Associate assessment- 2017

92% Probability – 34 Tcf

"Oh, USGS, had the methodology improper!!" **Suggested an administrative high up.**

"Oh, westerners did it with motivation !!!!!" **He added.**

But no mention of which methodology?? Which motivation??

Tried to float the country on gas? Well you cannot float the country with 32 Tcf of gas anyway!!!

USGS is a non profit scientific organization whose methodology of researches are accepted all over the world. The USGS applies this methodology to periodically assess undiscovered gas in areas in the United State as well as outside countries.

Quotes from Government's Power sector master plan (PSMP- 2017)

"The USGS-Petrobangla (2001) study is a systematic and extensive study that represents the earliest and best study to assess the Bangladesh's undiscovered gas resource potential."

বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ নিয়ে বেশ কিছু চমকপ্রদ হাস্যকর মতামত প্রচার পায়। ২০০০-২০০১ সালে প্রচারনা চালানো হয় যে দেশ গ্যাসের উপর ভাসছে। এটি ছিল গ্যাস রপ্তানী করার পক্ষে একটি প্রচারনা। এটি ছিল একটি বিদেশী কোম্পানীর পখে দেশীয় ব্যবসায়ী মহলের প্রচারণা। কিন্তু পরবর্তীতে তা সফল হয় নি।

অপর একটি মত বর্তমানে প্রচারনায় রয়েছে। তা হলো বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। নতুন কোন গ্যাস মজুদের সম্ভাবনা তেমন নেই। গ্যাস সম্পদ নিঃশেষিত হবার পথে রয়েছে। সম্ভবত কোন ব্যবসায়ী মহল প্রচেষ্টায় লিপ্ত যে দেশে গ্যাস অনুসন্ধান ও আবিস্কার না হলে LNG আমদানী প্রাধান্য পাবে এবং তাতে তাদের ব্যবসা করার সুযোগ হবে, তাই উচ্চ মহলে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে দেখা যায়।

উপরের দুটি মতই বৈজ্ঞানিকভাবে ভিত্তিহীন ও দেশের স্বার্থবিরোধী। কোন জনপদ বা জনগোষ্টি যখন বৈজ্ঞানিক তথ্য উপাত্ত থেকে নিজেকে দূরে রেখে স্বার্থান্বেষী মহলের দ্বারা প্রভাবিত হয়, সে জনগোষ্টির ভাগ্যে এমন প্রচারনাই বাসা বাধে।

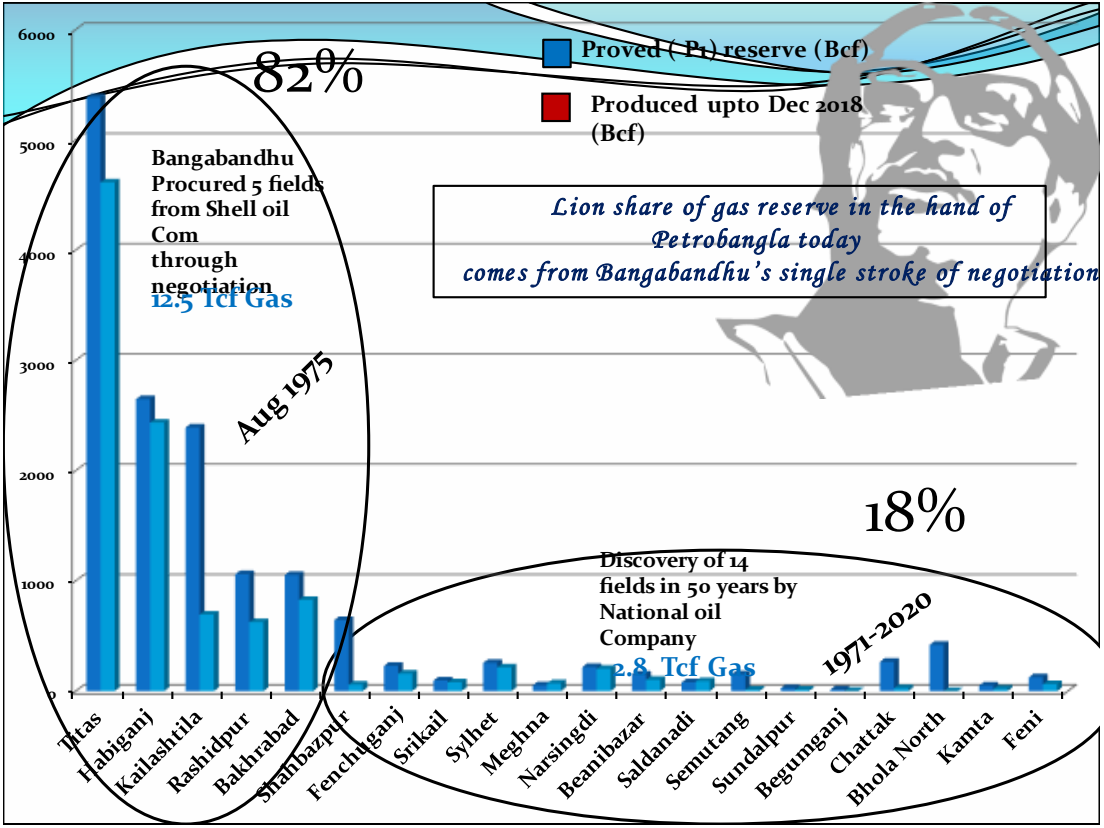
82%
Proved (Pr) reserve (Bcf)
Produced upto Dec 2018 (Bcf)
Bangabandhu Procured 5 fields from Shell oil Com through negotiation
12.5 Tcf Gas
Aug 1975
Lion share of gas reserve in the hand of Petrobangla today
comes from Bangabandhu's single stroke of negotiation
18%
Discovery of 14 fields in 50 years by National oil Company
2.8 Tcf Gas
1971-2020
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Titas
Habiganj
Kailashtila
Rashidpur
Bakhrabad
Shahbazpur
Fenchuganj
Srikail
Sylhet
Meghna
Narsingdi
Beanibazar
Saldanadi
Semutang
Sundalpur
Begumganj
Chattak
Bhola North
Kamta
Feni

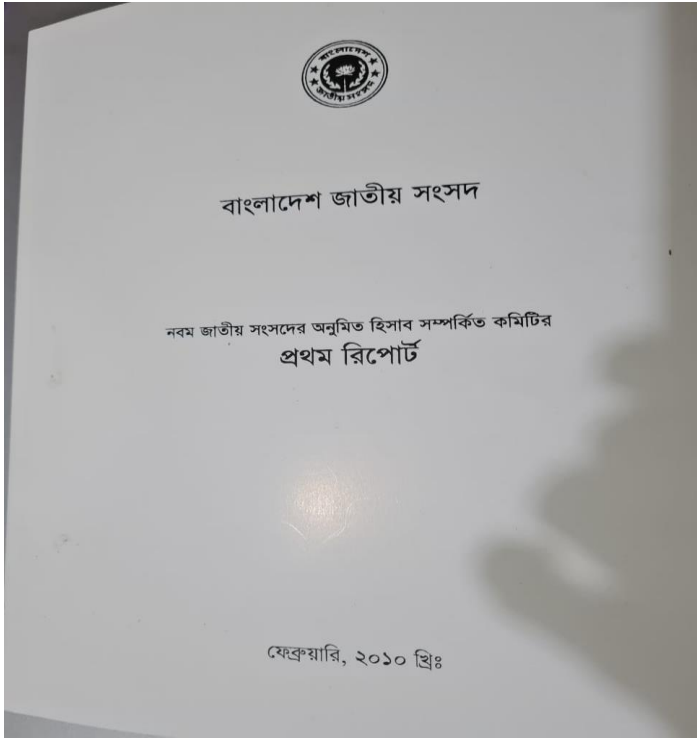

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

নবম জাতীয় সংসদের অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটির

প্রথম রিপোর্ট

ফেব্রুয়ারি, ২০১০ খ্রিঃ

১। জাতীয় নির্বাচন ২০০৮ এ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ তার নির্বাচনী ইস্তেহারে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ (আধুনিক বাংলাদেশ) গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিল দেশবাসীকে।

২। ঘোষিত সময়ের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আর এ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে জ্বালানী। একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের প্রথম শর্ত জ্বালানী নিরাপত্তা। এ কারণে পৃথিবীর সব দেশই জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পক্ষে আমদানী নির্ভর জ্বালানীর মাধ্যমে কাঙ্খিত সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা প্রায় অসম্ভব, জ্বালানী বা বিদ্যুৎ সীমিতভাবে আমদানী করা যেতে পারে কিন্তু তা কোনভাবে অন্য দেশের উপর Dependency Relationsship এ পরিণত হতে দেওয়া যাবে না-যে কোন মূল্যেই দেশকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানীখাতে স্বনির্ভর হতে হবে।

৩। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান মনে প্রাণে এ বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন। যে কারণে তার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে তাঁর স্বল্পতম শাসনামলে জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যাপক কর্মকাণ্ড গ্রহণ এবং পরিচালনা করেছিলেন-যার সুদূর প্রসারী ফল আজও আমরা ভোগ করে আসছি।

৪। কিন্তু জাতির পিতার মৃত্যুর পর জ্বালানী বিষয়ে তাঁর প্রদর্শিত পথ থেকে সরে আসার কারণে দেশ আজ জ্বালানী সংকটে পড়েছে। বিদ্যুৎ ও সার কারখানাসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বন্ধ হয়েছে এবং বিনিয়োগ মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। আওয়ামীলীগ এর নির্বাচনী ইস্তেহার সফল বাস্তবায়নের বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এমনি প্রেক্ষাপটে অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতের সাথে ৭ মে-২০০৯, ১৮ মে-২০০৯, ৩০ জুলাই-২০০৯ইং-এ বৈঠক করেছে এবং নিম্ন প্রতিবেদনে পৌঁছেছে।

৫। চারিদিকে এবং সর্ব মহলে বলা হচ্ছে-এই মুহূর্তে বাংলাদেশে পর্যাপ্ত গ্যাস নেই। জ্বালানীর অভাবে সার কারখানাসহ অনেক শিল্পকারখানা চলছে না এবং অনেকগুলি বিদ্যুৎপ্লান্ট চলছে না অথবা হ্রাসকৃত হারে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। Desperate situation এ Desperate action এ যাওয়ার জন্য আমরা প্রলুব্ধ ও বাধ্য হচ্ছি এবং সময় নিয়ে জ্বালানী সংকট মোকাবেলা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে সুচিন্তিত পদক্ষেপ নেওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ছে।

৬। বাস্তবতা--বাংলাদেশে এই মুহূর্তে আমাদের জন্য ব্যবহারযোগ্য প্রয়োজনীয় গ্যাস আছে।

৭। ৯ই আগস্ট ১৯৭৫ ঐতিহাসিক দিন। এই দিনে বঙ্গবন্ধু তাঁর সুদূরপ্রসারী ও অসীম দূরদৃষ্টিতে মাত্র টাঃ ১৭,২৮,৭৫,০০০/- টাকায় শেল কোম্পানীর সমুদয় শেয়ার ক্রয় করেন এবং ঐ দিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (সংযোজনী-ক)। বাংলাদেশ সরকার ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র (১) হবিগঞ্জ, (২) তিতাস, (৩) বাখরাবাদ, (৪) কৈলাসটিলা (৫) রশিদপুর এবং তিতাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীর মালিকানা লাভ করে। ঐ দিন Proven gas deposit এর পরিমাণ ছিল-১৩.৩৩৫ TCF (Trillion Cubic Ft.)। এটা আসলে একটা আলাদীনের চেরাগ-কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারছি না।

৩। উচ্চমূল্য Furnace Oil & Diesel Oil ও আমদানীকৃত কয়লা দ্বারা ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাস্তবমুখী নয়। তাছাড়া বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ Furnace Oil & Diesel-এর Storage Capacity বর্তমানে দেশে নেই এবং তা Develop করা বিপুল ব্যয়বহুল এবং দুরূহ কেননা তা সময় ও Synchronization সাপেক্ষে।

৪। বঙ্গবন্ধু দেশীয় জ্বালানী অর্থাৎ গ্যাস ও কয়লা উত্তোলনের মাধ্যমে জ্বালানী ব্যবস্থাপনা ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। আমাদের বঙ্গবন্ধুর পথ অনুসরণ করা দরকার।

স্বাক্ষরিত/—
২৮-০৯-২০০৯
(এইচ, এন. আশিকুর রহমান) এম. পি.
সভাপতি
অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

শেষ কথা

- বাংলাদেশ ক্রমাগতভাবে জ্বালানী জোগান দিতে আমদানীকৃত জ্বালানীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

- কিন্তু এটি বংঙ্গবন্ধুর আদর্শের বিপরীতমূখী। বংঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছিল দেশের নিজস্ব জ্বালানী সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহার করে স্বনির্ভরতা অর্জন করা। তিনি এই শিক্ষা আমাদের দিয়েছিলেন শেল অয়েল কোম্পানীর কাছ থেকে পাচটি বৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র দেশের পক্ষে কিনে নিয়ে, যেগুলো এখনও আমাদের দেশীয় উৎপাদনের সিংহভাগ জোগান দেয়।

- বহু সংখ্যক দেশী ও বিদেশী গ্যাস সম্পদ মূল্যায়ন সংস্থা তাদের মূল্যায়ন কাজের ফলাফলের ভিত্তিতে ঐকমত প্রকাশ করে যে বাংলাদেশে এখনও অনাবিষ্কৃত গ্যাসের পরিমান যথেষ্ট। এটিকে যথেষ্ট অনুসন্ধানের মাধ্যমে আবিষ্কার ও উত্তোলন করে আনলে বাংলাদেশ তার আমদানী নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।

- জ্বালানী ও অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি পাবার এটিই মোক্ষম পথ।